শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা

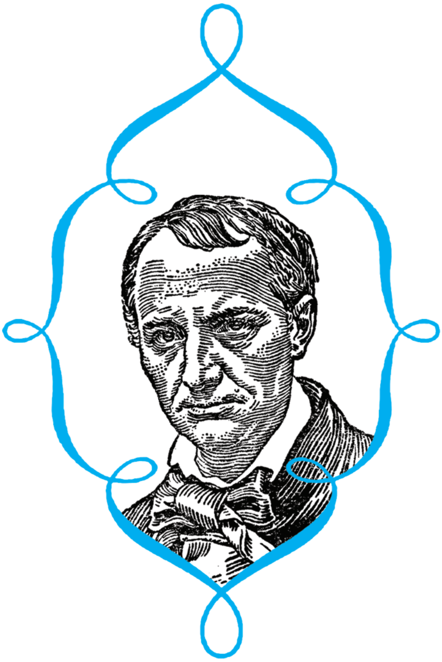

শার্ল বোদলেয়ার
তাঁর কবিতা

LES FLEURS DU MAL

ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকা

বুদ্ধদেব বসু

KOBI PROKASHANI

শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা
ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকা : বুদ্ধদেব বসু

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৬০০ টাকা

Sharl Baudelaire: Tar Kabita (Poems of Charles Baudelaire) Translated into Bengali by Buddhadeva Bose Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: July 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 600 Taka RS: 600 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99332-1-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
স্মরণে
এই অনুবাদগুচ্ছ
উৎসর্গ করলাম

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬০ বু. ব.
কলকাতা

অনুবাদকের বক্তব্য

'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৫৭) কবিতার সংখ্যা ছিল একশ, আর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৬১) একশ-উনত্রিশ। কবির মৃত্যুর পরে ১৮৬৮ সালে যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে আরও অনেক রচনা সংযোজিত হয়েছিল—যদিও প্রথম সংস্করণের ছয়টি দণ্ডিত কবিতা স্থান পায়নি এবং কবিতাগুলিকে রচনার কালক্রম অনুসারে সাজাতে গিয়ে সম্পাদকেরা কবির একটি প্রধান অভিপ্রায় ব্যর্থ করেছিলেন। বিশ শতকে মুদ্রিত ও বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণগুলিতে কবিতার সংখ্যা কোথাও ১৫৮, কোথাও ১৬২, আর কোথাও বা—বেলজীয়দের উদ্দেশে রচিত ব্যঙ্গকবিতা যুক্ত হবার ফলে—১৯০-এর কাছাকাছি *Le Epaves* ('বেওয়ারিশ মাল') নামে যে কাব্যগ্রন্থটি বোদলেয়ার ১৮৬৬ সালে বেলজিয়ামে প্রকাশ করেন, তার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিও (তার মধ্যে ছয়টি দণ্ডিত কবিতা ছিল) 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর বর্তমান সংস্করণসমূহে গৃহীত হয়েছে। মোটের ওপর ধরে নেওয়া যায় যে কাব্যপ্রেমিকের পক্ষে আদরণীয় কবিতার সংখ্যা দেড়শর কাছাকাছি বা কিছু বেশি; তা থেকে একশ-আটটির অনুবাদ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হলো।

অধিকাংশ আধুনিক সম্পাদক 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর 'স্থাপত্য' বিষয়ে মনোযোগী মূল সংস্করণে কবি নিজে যেভাবে কবিতাগুলিকে সাজিয়েছিলেন সেই পারম্পর্য তাঁরা ব্যাহত করেন না, কবি-কৃত খণ্ডবিভাগ ও খণ্ডগুলির নামকরণও মেনে নেন, শুধু তাঁর মৃত্যুর পরে সংযুক্ত রচনাবলি 'আরও কবিতা' নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আমি অনুবাদ করেছি 'বিতৃষ্ণা ও আদর্শ' অংশের আটাশিটি কবিতার মধ্যে একষট্টিটি, 'প্যারিস-দৃশ্যে'র সতেরোটির মধ্যে চৌদ্দটি, 'মদ' অংশের পাঁচটির মধ্যে চারটি, 'ক্লেদজ কুসুমে'র বারোটির মধ্যে আটটি, 'বিদ্রোহে'র তিনটির মধ্যে একটি, 'মৃত্যু'র ছয়টির মধ্যে সব কটি এবং 'আরও কবিতা' (যার কবিতার সংখ্যা কোনো সংস্করণে পঁচিশ, কোনোটিতে উনত্রিশ এবং কোনোটিতে বা আরও বেশি) অংশ থেকে তেরোটি। তাছাড়া প্রথম কবিতা, 'পাঠকের প্রতি', যথারীতি স্বতন্ত্রভাবে স্থান পেয়েছে। যেসব কবিতা বোদলেয়ারের প্রতিভূস্বরূপ, তাঁকে জানবার পক্ষে যেগুলি অপরিহার্য এবং যেগুলি পরবর্তী কাব্যের ওপর প্রভাবের জন্য স্মরণীয়, তার কোনোটি যাতে বাদ না যায় সে-বিষয়ে সাধ্যমতো লক্ষ রেখেছি। বলা বাহুল্য, নির্বাচনে আমার ব্যক্তিগত রুচির প্রভাব এড়াতে পারিনি—কেনই বা তা এড়াতে চাইব—কিন্তু আশা করি ফরাসিতে বা ইংরেজি অনুবাদে বোদলেয়ার যাঁদের পরিচিত

তাঁরা তাঁদের বহু প্রিয় কবিতা এই গ্রন্থে খুঁজে পাবেন এবং যাঁরা এই প্রথম বোদলেয়ার পড়ছেন তাঁরাও একেবারে নিরাশ হবেন না।

'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণ চোখে দেখার মতো সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু কবিতাগুলির সংস্থানে যেসব সম্পাদক কবির মূল পরিকল্পনাটি অনাহত রেখেছেন, আমি তাঁদেরই অনুসরণ করেছি। শুধু একটি স্থলে আমাকে স্বাধীনতা নিতে হলো : গ্রন্থের শেষ কবিতা হিসেবে আমি স্থাপন করেছি 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা', যে কবিতা, আমার মনে হয়েছে, উপসংহারের পক্ষে অনুপযোগী নয়। মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু কবিতা বর্জিত হবার ফলেও কবির 'স্থাপত্য'কর্ম ক্ষুণ্ন হয়েছে, এ-কথা বলে যাঁরা আপত্তি করবেন তাঁরা বোদলেয়ারে বিশেষজ্ঞ, আর এই গ্রন্থ তাঁদেরই উদ্দেশে রচিত, যাঁরা আমার মতোই সাধারণ পাঠক, কবিতা ভালোবাসেন বলেই কবিতা পড়ে থাকেন। তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রতিটি কবিতার আমি অনুবাদ করিনি, ইচ্ছার অভাবে নয়, গ্রন্থের আকার সম্ভবপরতার সীমা ছাড়াবার আশঙ্কায়, অথচ চেষ্টা করেছি ন্যূনাধিক একশ কবিতার মধ্যে বোদলেয়ারের সম্পূর্ণ স্বাদ পৌঁছিয়ে দিতে। একই প্রেরণা থেকে চারটি বা পাঁচটি কবিতা যেখানে জন্মেছে, সেখানে আমি কোনো-কোনো স্থলে একটি বা দুটিকে বেছে নিয়েছি; আবার যেখানে মনে হয়েছে (যেমন 'মৃত্যু' অংশে) যে প্রেরণা এক হলেও প্রতি কবিতাই অনন্য, সেখানে একটিও বাদ দিইনি। 'মদ' অংশের ভূমিকাস্বরূপ প্রথম কবিতাটি ('L'Ame du Vin') আমার অপরিহার্য মনে হলো না; তেমনি, সুগন্ধ বিষয়ে এত উল্লেখ অন্যান্য কবিতায় ছড়িয়ে আছে যে 'Le Flacon' কবিতাটি বর্জন করতে আমার বিবেকে বাধেনি। কবিতার নির্বাচনকালে আমার মন কীভাবে কাজ করেছে তা বোঝাবার জন্য এই দুটি উদাহরণ দিলাম।

এই পস্তকে গদ্য অংশ কিছু বেশি দিয়েছি, কেননা আমাদের দেশে বোদলেয়ার এখনও সুপরিচিত নন। ভারতে আমরা গত দেড়শ বছর ধরে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা করে থাকলেও প্রায় একান্তভাবে ইংরেজি সাহিত্যেরই চর্চা করেছি; তুলনীয় ও সম্পৃক্ত অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ বিশেষ পাইনি। এর ফলে আমাদের বিশ্ববোধ নির্জীব থেকে গেছে, ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞানও যথাযোগ্য হতে পারেনি। অতএব আমার মনে হলো এই অনুবাদগ্রন্থে যথাসম্ভব অকৃপণভাবে তথ্য পরিবেশন করা প্রয়োজন, যাতে অনূদিত কবির দেশ, কাল, ব্যক্তিত্ব ও অব্যবহিত পরিবেশের চিত্রটি পাঠকের মনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। বাঙালি পাঠকের সুবিধার জন্য কোনো-কোনো কবিতার সম্পর্কেও কথঞ্চিৎ টীকা যোগ করে দিলাম; কতিপয় অপ্রচলিত উল্লেখ উদ্ধার করে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন ফাদার পিয়ের ফালঁ, এস. জে.।

কবিতার অনুবাদ বিষয়ে আমার কী ধারণা তা ইতিপূর্বে 'মেঘদূতে'র মুখবন্ধে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'প্রতিধ্বনি'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছি, এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। তবু, বোদলেয়ার অনুবাদ করতে গিয়ে যেসব বিশেষ

সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি সে-বিষয়ে দু-এক কথা বলা যেতে পারে। ফরাসি ভাষা আমি বিধিবদ্ধভাবে কখনো শিখিনি, কিন্তু অভিধান ও একাধিক ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে (প্রধানত নিউ ডিরেকশন্স ও রয় ক্যাম্বেল-এর সংস্করণ দুটি) প্রতিটি মূল রচনা প্রণিধান করে নিয়েছি; লক্ষ রেখেছি, ইংরেজি অনুবাদ কোথায় এবং কীভাবে মূলকে লঙ্ঘন করেছে এবং অনুবাদকালে বোদলেয়ারের নিজস্ব ভাষার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে ভুলিনি। অন্ততপক্ষে এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে ইংরেজি ভাষায় আমি যতটা অভ্যস্ত ফরাসিতে ঠিক ততটা হলেও, আমার এই অনুবাদগুচ্ছ যা হয়েছে তা থেকে ভিন্ন কিছু হতো না। নিশ্চয়ই এমন অনেক অংশ থেকে গেছে যেখানে অনুবাদ মূলের সঙ্গে হুবহু মেলে না—কিন্তু যে-কোনো অনুবাদেই সে-রকম অংশ অনিবার্য এবং আমার তৃপ্তি এইটুকু যে ইংরেজি অনুবাদে অনেক স্থলে যেসব ব্যতিক্রম দেখা যায় (বিশেষত মিলের ব্যাপারে), আমি বাংলা ভাষার স্বভাবগুণে, তার অনেকগুলোকেই এড়াতে পেরেছি।

গ্রন্থের অন্তর্ভূত অধিকাংশ অনুবাদের রচনাকাল ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮; অল্প কয়েকটির প্রথম খসড়া সাত থেকে দশ বছর আগে ‘কবিতা’ ও ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে-সময়ে ‘আলবাট্রস’, ‘এক শব’ প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার গদ্য অনুবাদ করে ছাপিয়েছিলাম; সম্প্রতি সেগুলিকে নতুন করে ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়েছি। সর্বত্র অবিকল রেখেছি বোদলেয়ারের স্তবকসজ্জা ও মিলের বিন্যাস, চিত্রকল্পের ব্যবহারেও নিজেকে কোনো স্বাধীনতা নিতে দিইনি, যদিও বিশেষণ বা বিশেষ্যপদের সংখ্যায় বা সংস্থাপনে আক্ষরিক অনুকরণের চেষ্টা কোথাও-কোথাও অসম্ভব বুঝে ত্যাগ করেছি। বোদলেয়ারের কোনো-কোনো শব্দ অক্লান্তভাবে ফিরে-ফিরে দেখা দেয় : যেমন ‘ennui’, ‘funèbre’, ‘volupté’, ‘mystique’, ‘azur’; এদের প্রত্যেকটিকে একই বাংলা শব্দের দ্বারা সর্বত্র প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণে ‘ennui’ অর্থে ‘নির্বেদ’ লিখেছি এবং ‘নির্বেদ’ ছাড়া অন্য কিছু লিখিনি; ‘azur’ অর্থে ‘নীলিমা’র দাবিও চরম; কিন্তু ‘volupté’ বোঝাবার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে ‘বিলাস’, ‘ইন্দ্রিয়বিলাস’, বা অন্য কোনো অনুষঙ্গময় শব্দ, আর ‘mystique’ হয়েছে কোথাও ‘অতীন্দ্রিয়’, কোথাও ‘রহস্যময়’ আর কোথাও বা ‘অলৌকিক’। তাছাড়া, বিশেষ কোথাও রূপান্তরিত হয়েছে বিশেষণে, এবং বিশেষণ বিশেষ্যে; প্রতিটি স্তবকের সত্তা অব্যাহত থাকলেও পঙ্‌ক্তিগুলির পারম্পর্যে বদল ঘটেছে। এর কারণ, বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য, ও ছন্দ-মিলের অনুশাসন। সচেতন ও সকর্ণ পাঠক পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ করবেন; সম্প্রতি আমার নিজের কবিতায় যে-গুণটি বিরল হয়ে এসেছে এই অনুবাদকর্মে তা ব্যবহার করতে পেরে আমি আনন্দ পেয়েছি। অবশ্য ভাবগম্ভীর কবিতার জন্য আঠারো মাত্রার পয়ার ভিন্ন উপায় নেই; কিন্তু ‘ফ্ল্যর দ্যু মাল’-এর যেসব কবিতা বিলাসী বা রতিমদির বা অসমান পঙ্‌ক্তির স্তবক-বিন্যাসে হিল্লোলিত, সেখানে আমি ব্যবহার করেছি মাত্রাবৃত্ত বা

স্বরবৃত্ত, মাঝে-মাঝে বাউল-ছন্দ ও সাত-পাঁচের বিজোড় মাত্রা। যিনি ছিলেন ছন্দে ও মিলে পরম শিল্পী, যিনি বলতেন কবিতা লিখতে হলে প্রতিটি শব্দের প্রতিটি সম্ভবপর মিল না-জানলে চলে না, তাঁর উদ্দেশে বাঙালি কবির এই ছন্দোনিবেদন সৌজন্যসম্মত হবে বলে আমার মনে হলো। মোটের ওপর, আমার বিশ্বাস এই অনুবাদগুলি বোদলেয়ারের ভাবনা বা অভিপ্রায় থেকে কোথাও ভ্রষ্ট হয়নি এবং উপমায়, চিত্রকল্পে ও প্রতিটি কবিতার রূপকল্পে এরা বিমুগ্ধভাবে মূলের অনুগামী। তাছাড়া, বাংলা ভাষার কবিতা হিসেবে এদের পাঠযোগ্য করে তোলার জন্য আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি; কোনো-কোনো অনুবাদ তিন-চারবার নতুন করে লিখে-লিখে তবে চলনসই গোছের দাঁড়িয়েছে। গত তিন বছর ধরে এরা যখন 'কবিতা'য় ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন উভয় বাংলার কোনো-কোনো তরুণ লেখক বোদলেয়ারের প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন, এই সুযোগে তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। আর প্রণতি জানাই সেই কবির অমর আত্মাকে, যাঁর সঙ্গজনিত অবিরল অনুপ্রেরণা ছাড়া এই অনুবাদগ্রন্থ সম্পূর্ণ করে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এই পুস্তকে দুটি নতুন অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে : জ় ও জ়়। 'জ়'র উচ্চারণ ইংরেজি z-এর মতো, আর 'জ়়' মানে ফরাসি 'j' (zh), ইংরেজি 'pleasure' শব্দের s-এ যে-ধ্বনিটি বর্তমান।

আগস্ট, ১৯৫৯
কলকাতা

বু. ব.

সূচিপত্র

ভূমিকা : শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা ১৭
কবিতার অনুবাদ ৪৭
কবিতার টীকা ১৮১
কালপঞ্জি ২০৭
বোদলেয়ার-এর জীবনীপঞ্জি ২১৭
কবিতার সূচি ২৬৯

চিত্রসূচি

শার্ল বোদলেয়ার — নামপত্রের পাশে
(নাদার কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র)

শার্ল বোদলেয়ার : আত্ম-প্রতিকৃতি — ৪৫ পৃষ্ঠা

জ়ান দ্যুভাল — ৪৬ পৃষ্ঠা
(বোদলেয়ার কর্তৃক স্মৃতি থেকে অংকিত রেখাচিত্র)

মাদাম সাবাতিয়ে — ১৯৭ পৃষ্ঠা
(জাঁ-বাতিস্ত ফেস্যাঁজের রচিত প্রস্তরমূর্তি)

মরণের নৃত্য — ১৯৮ পৃষ্ঠা
(এর্নেস্ত ক্রিস্তফ-রচিত প্রস্তরমূর্তি)

বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো :
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা ভগ্নীকে?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।
তোমার দেশ?
জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে—দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি?
আমি ভালোবাসি মেঘ...চলিষ্ণু মেঘ...ঐ উঁচুতে...ঐ উঁচুতে...
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল!

(শার্ল বোদলেয়ার : 'অচেনা মানুষ';
'প্যারিস স্প্লীন-এর প্রথম কবিতা)

ভূমিকা : শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা।' কথাগুলো লিখেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে কোনো পুস্তকপীড়িত প্রৌঢ় পণ্ডিত নন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার বছর পরে এক অজাতশ্মশ্রু যুবক, তাঁরই অব্যবহিত পরবর্তী এক কবি, আর্তুর র‍্যাঁবো, তাঁর প্রথম সন্তানগণের অন্যতম। আর যেহেতু একজন কবির বিষয়ে অন্য এক কবির মন্তব্য, অত্যুক্তি হলেও, ভ্রান্ত হলেও, মূল্যবান (কেননা কেবল কবিরাই পারেন সংক্রামকভাবে সাড়া দিতে), তাই আমি এই চিরচেনা উদ্ধৃতি দিয়েই আমার এই বহুবিলম্বিত প্রবন্ধ আরম্ভ করছি। যে-পত্রে এই কথাগুলি গ্রথিত আছে তা ছত্রে-ছত্রে বোদলেয়ারে ভারাক্রান্ত; দুদিন আগে অন্য এক ব্যক্তিকে লেখা দোসর-পত্রটিও তা-ই; আমরা অনুভব করি যে বোদলেয়ারের চিন্ময় সত্তা, হেমন্তের ঝোড়ো হাওয়ার মতো, বয়ে চলেছে এই যৌবনকুঞ্জের ওপর দিয়ে—কুঁড়ি ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, ফুল ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, মরা পাতার মতো মরা ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে কয়েকটি অকালপক্ব রক্তিম ফল ফলিয়ে তুলছে। 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে,' 'ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয়সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়,' 'জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ,' 'খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে হবে,' 'পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হতে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি করে অজানায় পৌঁছনো!'—আবার বোদলেয়ারীয় জগতে প্রবেশ করছি আমরা, পান করছি 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর সারাৎসার; আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে 'প্রতিসাম্য', 'ভ্রমণ' ও 'সিথেরায় যাত্রা', মদ ও মৃত্যুর কবিতাগুচ্ছ; প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গদ্যকবিতা ও 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র সেইসব অংশ। (আর কোন অংশই বা তেমন নয়), যেখানে কবি সাহস করেছিলেন আপন আত্মার অনাবরণ উন্মোচনে। আত্মসন্ধান, আত্মপরীক্ষা; দুঃখ, রোগ, মত্ততা; ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময় : সূত্রগুলি সবই বোদলেয়ারের, কিন্তু কণ্ঠস্বর নতুন, বাচনভঙ্গি নতুন, তাঁর 'শৌখিনতা' বা কৌলীন্য বা ক্লাসিক শিল্পচেতনার পরিবর্তে এখানে আছে এক সদ্য-জেগে-ওঠা সহজ আত্মচেতনা, যার তীব্র চাপে সারা অতীত, রাসীন ও ভিক্তর উগো সুদ্ধ, বন্যার মুখে মস্ত বুড়ো গাছের মতো ধসে পড়ছে।

তখন ১৮৭১; ছয় বছর আগে, যখন পর্যন্ত বোদলেয়ার অন্তত শারীরিক অর্থে জীবিত, তেইশ বছরের যুবক মালার্মে একটি গদ্যকবিতায় প্রথম প্রণতি জানিয়েছেন

তাঁর গুরুকে, আর প্রায় সমবয়সী ভের্লেন ঘোষণা করেছেন যে 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর রচনারীতি 'অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন'। যে খ্যাতিকে, আঁদ্রে জ়ীদের ভাষায়, তাঁর জীবৎকাল এক পবিত্র স্তব্ধতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, তার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই ভাবীকাল ছিনিয়ে নিয়েছে সেই নামটিকে, সহজীবীরা যার বানান পর্যন্ত নির্ভুল লেখার প্রয়োজন দেখেননি। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করলেন উইসমান্স, ল্যমেৎর, লাফর্গ; আর লন্ডনে, রাইমার্স ক্লাবের পত্তনের সময়, ইয়েটস অনুভব করলেন যে, বোদলেয়ার ও ভের্লেনের অনুসরণে 'যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে মুক্তি দিতে হবে কবিতাকে।' ইয়েটস ফরাসি জানতেন না; তাঁকে আর্থার সাইমন্স পড়ে শোনাতেন ফরাসি কবিতা, আর তাঁর স্বকৃত অনুবাদ; আর এমনি করেই, বোদলেয়ারের প্রবর্তিত ধারা থেকে, ইয়েটস তাঁর নিজের কবিতার পক্ষে জরুরি দু-একটা ব্যাপার শিখে নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের অভিঘাতে ইংল্যান্ডে আরও প্রত্যক্ষভাবে যা ঘটেছিল, সেই 'নব্বই' যুগের পীতাভ পাংশুতা বিষয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু সেই ব্যর্থতাও অন্ততপক্ষে নতুন একটি চেতনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা সেটাই সেই সময়, যখন ইংরেজি ভাষার কোনো-কোনো লেখকের মনে এই সত্যটি প্রথম উঁকি দেয় যে টেনিসন থেকে সুইনবার্ন পর্যন্ত কবিরা শুধু রোমান্টিকদের চর্বিতচর্বণ করে গেছেন, যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ও সপ্রাণ কবিতার জন্য তাকাতে হবে সেই দেশের দিকে, যে-দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবের পারম্পর্যে ক্ষতবিক্ষত এবং ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় বহু দূরে পিছিয়ে থাকা। এ কথাও স্মর্তব্য যে বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে, যখন পর্যন্ত তিমিরলিপ্ত ইঙ্গ-দ্বীপতটে দুই মার্কিন ত্রাতা এসে পৌঁছননি, তখনই ইয়েটস ধীরে-ধীরে ইংরেজি ভাষায় আধুনিক কবিতা সম্ভব করে তুলছেন; আর প্রায় একই সময়ে এক কৃশতনু জার্মান ভাষার কবি প্যারিসে বসে রচনা করছেন 'মাল্টে লাউরিড্জ় ব্রিগ্‌গে' নামক গদ্যগ্রন্থ, যার কোনো-কোনো অংশে বোদলেয়ারের স্তবগান ধ্বনিত হলো। আর তার পর থেকে পশ্চিমী কবিতায় এমন কিছু ঘটেনি, সত্যি যাতে এসে যায় এমন কিছু ঘটেনি, যার মধ্যে, কোনো-না-কোনো স্তরে বা সূত্রে, বোদলেয়ারের সংক্রাম আমরা দেখতে না পাই। আজকের দিনে কারোরই জানতে বাকি নেই যে তিনি শুধু প্রতীকিতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা। অনুভব না-করে উপায় নেই পরবর্তী ফরাসি কবিতায় তাঁর অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে তাঁর প্রত্যক্ষ বা দূরাগত, কখনো হয়তো অনেক ঘুরে আসা, কিন্তু নির্ভুলভাবে তাঁরই চিত্তনির্যাস। এবং শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে; তাঁর কবিতাকে ছবির ভাষায় সৃষ্টি করে নিয়েছেন রদ্যাঁ, রুয়ো ও মাতিসের মতো শিল্পীরা; এবং রদ্যাঁ, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে দুই কবিকে ভেদ করে ধীরে-ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকবি তিনি, এত বড় বৈদেশিক বিস্তার তাঁর আগে অন্য কোনো ফরাসি কবির ঘটেনি। বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে

তাঁর, সাহিত্যিকেরা বংশপরম্পরায় তা করে গেছেন, ইংরেজিতে এক-একটি কবিতার শতাধিক অনুবাদ পর্যন্ত হয়েছে। এই বাংলাদেশেও কোনো-এক লেখক, পঞ্চাশের প্রান্তে এসে, আয়ু ও স্বাস্থ্যের অনিশ্চয়তা জেনেও, তাঁর কবিতার অনুবাদে অনেক ঘণ্টা, সপ্তাহ ও মাস সানন্দে নিবেদন করে দিলেন। আজ, তাঁর জগৎ-জোড়া প্রতিপত্তির দিনে, এই কথাটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হয়ে গেছে যে তিনি 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা।'

২

কিন্তু 'প্রথম' কেন? 'দ্রষ্টা'—সে তো কবির একটি সনাতন ও সাধারণ অভিধা; আত্মিক দৃষ্টি যাঁর নেই তিনি কি কবি হতে পারেন? পারেন না তা নয়; অনেকে, শুধু রচনার নৈপুণ্যের বলে, কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন : ঈশপের ছন্দোবদ্ধ প্রকরণ লিখে লা ফঁতেন, সুবুদ্ধিকে আঁটো দ্বিপদীর চুড়িদার পরিয়ে আলেকজান্ডার পোপ। ঐতিহাসিকেরা, সরকারি সমালোচকেরা, এঁদেরও কবি বলে মানতে বাধ্য; কিন্তু যাঁরা নিজেরা দ্রষ্টা, অন্তত কবিতার বিষয়ে দ্রষ্টা, তাঁরা, র‍্যাঁবোর মতোই, এঁদের 'সমিল-গদ্যলেখক' বলেই জানেন। যাকে বলা হয় 'আলোকপ্রাপ্তি', সেই প্রায় অমানুষিক যুক্তিবাদের গুমোট ভেঙে যখন রোমান্টিকতার ঝড় উঠল, তখনও, কল্পনার স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও কবিতা ঠিক স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারল না, তার দেহে লগ্ন হয়ে রইল আঠারো শতকের অনেক উচ্ছিষ্ট : জ্ঞানের ভার, উপদেশের ভার, হিতৈষণার জঞ্জাল। প্রভেদ এই যে 'আলোকপ্রাপ্ত' কবিরা মাস্টারি ধরনেই মাস্টারি করতেন, তাঁদের কবিতা ছিল শিক্ষিত সালঁর সংলাপ, শ্রোতাদের বিষয়ে সচেতন; আর রোমান্টিকেরা উপদেশ দিতেন মন্ময় ভঙ্গিতে, প্রবক্তার ধরনে, আর তাঁদের কবিতা ছিল রাখাল, সন্ন্যাসী বা পর্যটকের স্বগতোক্তি। কবিতাকে এবার স্বগতোক্তি হতে হবে—সামাজিক আলাপ আর নয়—এই সূত্রটি তাঁরা ধরেছিলেন, কিন্তু 'স্ব' কথাটির অতিব্যাপ্ত অর্থ করেছিলেন তাঁরা। বলা যেতে পারে যে অকবি ও কবির মধ্যে যা তফাত, সেই তফাতই পোপের সঙ্গে শেলির, এবং লা ফঁতেনের সঙ্গে ভিক্তর উগোর; আমরা মানতে বাধ্য যে রোমান্টিকেরা দ্রষ্টার গুণে দরিদ্র নন, তাঁরাও চেয়েছেন অদৃশ্যকে দেখতে এবং অশ্রুতকে শুনতে; কিন্তু যেহেতু তাঁরা কবিকে ভেবেছিলেন জগতের হিতসাধক, 'অস্বীকৃত বিধানকর্তা', আর কবিতাকে ভেবেছিলেন আবেগের প্রবহণমাত্র, তাই, যা কবিতা নয় এমন অনেক পদার্থের চাপে তাঁদের দৃষ্টিকণিকা শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হতে পারেনি। জগৎটাকে বদলানো যে কবির কাজ নয়, এই ধারণা গোতিয়ের ছিল, কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা মনোমুগ্ধকর পদ্যের স্তর ছাড়িয়ে বেশি উপরে উঠতে পারেনি বলে, তাঁকেও পরিহার না-করে তরুণ র‍্যাঁবোর উপায় ছিল না। উপায় ছিল না, উগোর উচ্ছ্বাস, লেকঁৎ দ্য লিল্-এর কারুকার্য ও গোতিয়ের এলাচগন্ধি সন্দেশের মতো উপভোগ্যতার পর, 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর কবিকে প্রথম দ্রষ্টা বলে ঘোষণা না-করে। র‍্যাঁবো যা বলতে চেয়েছিলেন

(প্রায় তাঁর নিজেরই ভাষায় বলছি) তা এই যে, রোমান্টিকেরা যা জানতেন না তা বোদলেয়ার জেনেছিলেন—যে কবি বক্তা অথবা প্রবক্তা নন, দ্রষ্টা, অর্থাৎ বিশ্বজগতে লুক্কায়িত সম্বন্ধসমূহের আবিষ্কারক, যে তাঁর স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত ও বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করাই তাঁর স্বধর্ম। 'বাগ্মিতার শিরশ্ছেদ করো', 'আত্মার একটি অবস্থার নামই কবিতা'—ভের্লেন ও মালার্মের পক্ষে এরকম কথা বলা সম্ভব হতো না, যদি না তাঁরা বোদলেয়ারের পরে জন্মাতেন।

রোমান্টিকতার নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং আমি দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। 'রোমান্টিক' বলতে আমি বুঝি—শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয়—শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা। এই শক্তি, যা কোনো যুগেই একেবারে রুদ্ধ হয়ে থাকেনি; কিন্তু কোনো-কোনো যুগে—যেমন শেক্সপিয়রের ইংল্যান্ডে—যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুসোর পর থেকে সর্বসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হয়ে উঠল। আরম্ভ হলো ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যে বিরাট এক ঘটনা, যা মানুষের চিন্তার পরতে-পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক; এলিয়ট অথবা ভালেরির মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিকধর্মী তাঁদেরও ভাষাব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোমান্টিক অন্যায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমাংসে রোমান্টিকতার চেহারা ছিল বন্যার মতো; যেমন তা অনেক বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল তেমনি টেনে তুলেছিল বহু আবর্জনা; মুছে দিয়েছিল, উৎসাহের প্রথম নেশায়, অনেক প্রয়োজনীয় ভেদজ্ঞান, যাকে ভের্লেন বলেছিলেন 'নেহাত সাহিত্য', তার সঙ্গে কবিতার পার্থক্যটিকে স্পষ্ট হতে দেয়নি। বাকি ছিল বোদলেয়ারের জন্য এই কাজ—রোমান্টিকতার পরিশোধন ও পরিশীলন; তার সব অবান্তরতা বর্জন করে কবিতাকেই সর্বস্ব করে তুললেন—তিনিই প্রথম। রোমান্টিকদের কবিতা ছিল কবিত্বমণ্ডিত রচনা, যার কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তি বা অংশ কবিতা হলেও, অনেক অংশই কবিতা নয়; কিন্তু বোদলেয়ার কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সমগ্র সুপক্ব ফলটির মতো, কবিতার দ্বারা আক্রান্ত। তাই 'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি'র প্রথম দলিল 'ফ্ল্যর দ্যু মাল', আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৮৫৭।

আমি ভুলিনি যে পূর্ববর্তী অনেক কবিতে আধুনিকতার পূর্বাভাস আছে, তার কোনো-কোনো লক্ষণে তাঁরা সমৃদ্ধ। ইংল্যান্ডে ব্লেক, কীটস, কোলরিজ; জার্মানিতে